বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণা অনুদানের শর্তাবলী

১। প্রকল্পের প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড় করণের তারিখ থেকে প্রকল্পের মেয়াদ গণনা করা হবে। প্রকল্পের টাকা ৩ কিস্তিতে ছাড় করা হবে। প্রথম কিস্তিতে ৫০%, ২য় কিস্তিতে ৩০% এবং বাকী ২০% অর্থ ৩য় কিস্তিতে ছাড় করা হবে। গবেষণা প্রকল্পের প্রত্যেক কিস্তির অর্থ ছাড়করণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে লিখিত অনুরোধ করতে হবে। লিখিত অনুরোধ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পৌঁছার পর অনুদানের অর্থ অবমুক্ত করা হবে।

২। গবেষণা প্রকল্পের কাজের ১ম পর্ব অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর অনুদান গ্রহণকারীকে তাঁর গবেষণা কর্মের অগ্রগতির প্রতিবেদন 'এ' ফরম এর কাঠামো অনুযায়ী প্রস্তুত করে প্রতিবেদনের ২(কপি) কপি কমিশনে পাঠাতে হবে। প্রকল্পের গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর অনুদান গ্রহণকারী তাঁর গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন 'বি' ফরম এর কাঠামো অনুযায়ী প্রস্তুত করে, তার ৫(পাঁচ) কপি এবং 'সি' ফরম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে কমিশনে পাঠাতে হবে।

৩। (ক) প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের গবেষণা কর্মের অগ্রগতির সন্তোষজনক প্রতিবেদনের উপর পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করণ নির্ভর করবে।

(খ) পূর্ববর্তী পর্যায়ে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি /চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সাথে প্রকল্পের ব্যয়কৃত অর্থের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি হিসাব বিবরণী (Statement of Accounts) সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে কমিশনে পাঠাতে হবে।

(গ) গবেষণা কর্মের ব্যয় সংক্রান্ত সকল বিল / ভাউচার/ক্যাশমেমো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দফতরের অর্থ ও হিসাব বিভাগে জমা দিতে হবে। প্রকল্পের পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করণের আবেদনের সংগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে অর্থ ও হিসাব বিভাগ থেকে এই মর্মে একটি প্রত্যয়ন পত্র পাঠাতে হবে যে, পূর্ববর্তী কিস্তির অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণা অনুদানের আর্থিক খরচের হিসাব নির্দেশিকা (কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের ১৬-৯-৭৬ তারিখের ফিন্যান্স ৭/৫৭ নং পত্র) অনুযায়ী খরচ করা হয়েছে।

৪। মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকূল্যে সম্পাদিত গবেষণার প্রতিবেদন কোন পত্র-পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে হলে তজ্জন্য প্রকল্প পরিচালককে কমিশনের অনুমতি নিতে হবে এবং ঐ প্রকাশনায় কমিশনের আর্থিক সাহায্যের কথা অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

৫। গবেষণা কাজের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আর্থিক অনুদানের টাকায় ক্রয়কৃত যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি , গ্রন্থাগারসামগ্রী ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট এর সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। এসব সামগ্রী ক্রয় করার পর তা’ সংশ্লিষ্ট বিভাগের/গ্রন্থাগারের Accession Register এ লিপিবদ্ধ করতে হবে। এগুলো বিভাগে / গ্রন্থাগারে গৃহীত হয়েছে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে একটি প্রত্যায়ন পত্র কমিশনে পাঠাতে হবে। অনুদান গ্রহণকারী তাঁর গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য ঐ সকল সামগ্রী প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী নিজ নামে ইস্যু করে ব্যবহার করতে পারবেন।

৬। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে অন্য কোনো প্রকল্পের কাজে হাত দেয়া বা কাজ অসমাপ্ত রেখে বিদেশে গমনের পূর্বে প্রকল্প পরিচালককে কমিশনের অনুমতি নিতে হবে। বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নিশ্চিত হবেন যে, প্রকল্প পরিচালক কমিশন থেকে গৃহীত অর্থের পূর্ণ হিসাব দাখিল করেছেন এবং উদ্বৃত অর্থ (যদি থাকে) ফেরত দিয়েছেন।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যান্য আর্থিক লেন-দেনের মতো কমিশনের গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় আর্থিক লেন-দেনের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ (Internal audit) ও সরকারী নিরীক্ষণের আওতাভূক্ত হবো।

উপরের বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করলাম।

অফিসের সীল মোহরসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিস্বাক্ষর	গবেষণা অনুদান গ্রহণকারীর পুরো নাম ও দস্তখত

পদবী ....

বিভাগ...

বিশ্ববিদ্যালয় ....

তারিখঃ ....

সংযোজনী ঃ

১। ফরম ‘এ’ ‘বি’ ও ‘সি’
২। আর্থিক খরচের হিসাব নির্দেশিকা